ভারতীয় ডক শ্রমিক আইন, ১৯৩৪

(১৯৩৪-এর ১৯নং আইন)

জাহাজ বোঝাই ও খালাসের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা সংক্রান্ত কূটনৈতিক অঙ্গীকার কার্যে পরিণত করার আইন।

[১৯শে আগস্ট, ১৯৩৪]

যেহেতু, জাহাজ বোঝাই ও খালাসের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা সংক্রান্ত একটি পুনরীক্ষিত খসড়া কূটনৈতিক অঙ্গীকার ১৯৩২-এর ২৭শে এপ্রিল তারিখে জেনেভায় গৃহীত হইয়াছিল ;

এবং যেহেতু, উক্ত কূটনৈতিক অঙ্গীকার কার্যে পরিণত করা সঙ্গত ;

অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :—

সংক্ষিপ্ত নাম, প্রসার, প্রারম্ভ ও প্রয়োগ।

১। (১) এই আইন ভারতীয় ডক শ্রমিক আইন, ১৯৩৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে [১]তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন, ইহা সেই তারিখে বলবৎ হইবে।

(৪) ইহা কোনও রাষ্ট্রিকতা সম্পন্ন কোন যুদ্ধ জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না।

সংজ্ঞার্থ।

২। এই আইনে, বিষয়ে বা প্রসঙ্গে বিরুদ্ধার্থক কিছু না থাকিলে,—

(ক) "প্রক্রিয়াসমূহ" বলিতে উহা কোন জাহাজে বা জাহাজ হইতে মাল বা জ্বালানী বোঝাই বা খালাসের জন্য যাহা প্রয়োজনীয় বা আনুষঙ্গিক হয় এবং জাহাজের উপর বা পাশে করা হয় এরূপ সকল কার্য অন্তর্ভুক্ত করিবে ; এবং

(খ) "কর্মী" বলিতে ঐ প্রক্রিয়াসমূহে নিয়োজিত যেকোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

পরিদর্শকবৃন্দ।

৩। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ ব্যক্তিগণকে, তাঁহাদের যে যে

---

[১]১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮, ভারতের গেজেট, ১৯৪৮, ভাগ—১, পৃঃ ৮৮ দ্রষ্টব্য।

স্থানীয় সীমা যথাক্রমে নির্দেশিত করিয়া দিতে পারিবেন তাহার মধ্যে, এই আইনের উদ্দেশ্যে পরিদর্শক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) বাণিজ্যিক নৌ-বিভাগের সকল প্রধান আধিকারিক পদাধিকারবলে তাঁহাদের নিজ নিজ ভারপ্রাপ্ত এলাকায় এই আইন অনুযায়ী পরিদর্শক হইবেন।

(৩) প্রত্যেক পরিদর্শক ভারতীয় দণ্ড সংহিতার অর্থে লোক কৃত্যকারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার যেরূপ নির্দেশ দিবেন, পদগতভাবে সেরূপ প্রাধিকারীর অধীনস্থ হইবেন। ১৮৬০-এর ৪৫।

পরিদর্শকের ক্ষমতা।

৪। ৬ ধারা অনুযায়ী এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলী সাপেক্ষে, কোন পরিদর্শক, যে স্থানীয় সীমার জন্য তিনি নিযুক্ত হইয়াছেন তাহার মধ্যে,—

(ক) যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ সহায়ক (কেহ থাকিলে) লইয়া যে পরিসরে বা জাহাজে প্রক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হয় সেখানে প্রবেশ করিতে পারিবেন;

(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন সেরূপে তিনি ঐ পরিসর বা জাহাজ এবং প্রক্রিয়াসমূহের জন্য ব্যবহৃত আটকানো বা আলগা কোন যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম এবং কোন বিহিত রেজিস্ট্রিবহি বা নোটিসের পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং সরজমিনে বা অন্যথা যেকোন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন; এবং

(গ) ৫ ধারা অনুযায়ী প্রণীত প্রনিয়মাবলী দ্বারা অন্য যে ক্ষমতা তাঁহার উপর অর্পিত হইতে পারে তাহা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

প্রনিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা।

৫। (১) কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন,—

(ক) তীরের কর্মস্থলসমূহে এবং যেখানে প্রক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হয় সেখানে যাতায়াত করিবার জন্য ডক, জাহাজঘাটা, জেটি বা অনুরূপ যে সকল পরিসরের উপর দিয়া যে নিয়মিত প্রবেশপথ কর্মীদের ব্যবহার করিতে হয় তাহার নিরাপত্তার এবং ঐ সকল স্থান ও প্রবেশপথ আলোকিত করিবার ও ঘিরিয়া দিবার ব্যবস্থা করা;

(খ) জেটি, অব্যবহার্য জাহাজ বা অন্য জলযানের সংলগ্ন কোন জাহাজে যাতায়াতকারী কর্মীদের ব্যবহারের

জন্য কিরূপ গমনপথের ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা বিহিত করা ;

(গ) জলপথে জাহাজে যাতায়াতকারী কর্মীদের নিরাপদ পরিবহণ সুনিশ্চিত করার জন্য গ্রহণীয় ব্যবস্থাসমূহ এবং ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জলযানে পূরণীয় শর্তসমূহ বিহিত করা ;

(ঘ) কোন জাহাজের পাটাতন হইতে খোলের যেখানে প্রক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হয় সেখানে কর্মীদের যাওয়ার জন্য কি কি ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা বিহিত করা ;

(ঙ) কর্মীদের পক্ষে বিপজ্জনক হইতে পারে এমন পাটাতন হইতে খোলে যাইবার জন্য তাঁহাদের ব্যবহারযোগ্য প্রবেশমুখ এবং পাটাতনের অন্যান্য ফাঁক নিরাপদ করার জন্য গ্রহণীয় ব্যবস্থাসমূহ বিহিত করা ;

(চ) যে সকল জাহাজে প্রক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হয় তাহাতে যাওয়ার পথ এবং জাহাজের উপরে যে সকল স্থানে কর্মীগণ কর্মে নিয়োজিত থাকেন বা যাইতে অনুজ্ঞাত হইতে পারেন সেই সকল স্থান সুষ্ঠুভাবে আলোকিত করিবার ব্যবস্থা করা ;

(ছ) পাটাতন হইতে খোলে যাইবার প্রবেশমুখের ঢাকনি ও উহার জন্য ব্যবহৃত কড়িকাঠ সরাইবার বা পুনরায় লাগাইবার কাজে রত কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা করা ;

(জ) কোন উত্তোলক-যন্ত্র অথবা সেই সম্পর্কে ব্যবহৃত, আটকানো বা আলগা, সাজ-সরঞ্জাম নিরাপদ সক্রিয় অবস্থায় না থাকিলে যাহাতে তীরে বা জাহাজের উপরে প্রক্রিয়াসমূহে ব্যবহৃত না হয় তাহা সুনিশ্চিত করিবার জন্য গ্রহণীয় ব্যবস্থাসমূহ বিহিত করা ;

(ঝ) যন্ত্রপাতি, সক্রিয় তড়িৎ-পরিবাহক বা বাষ্পনল সকল ঘিরিয়া দিবার ব্যবস্থা করা ;

(ঞ) ডেরিক, ক্রেন ও উইনশ্-এ নিরাপত্তামূলক সকল সরঞ্জামের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা ;

(ট) উৎস্রাব ও উত্তপ্ত বাষ্প সম্পর্কে অবলম্বনীয় সতর্কতা বিহিত করা ;

(ঠ) প্রক্রিয়াসমূহে ব্যবহৃত উত্তোলন বা পরিবহণ যন্ত্র চালাইবার জন্য বা ঐরূপ যন্ত্রের চালককে সংকেতাদি

প্রাধিকারী ঐরূপ অব্যাহতি দিতে পারিবেন তাঁহাদের বিনির্দিষ্ট করা এবং উহাদের পদ্ধতি প্রনিয়ন্ত্রণ করা ;

(ব) ৪ ধারার (গ) প্রকরণের অধীনে পরিদর্শকগণ যে সকল অতিরিক্ত ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারেন তাহা নির্ধারণ করা ; এবং

(ভ) সাধারণভাবে কর্মীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

(২) এই ধারার অধীনে প্রণীত প্রণিয়মাবলী দ্বারা কোন বিশিষ্ট বন্দর বা বন্দরসমূহের বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা যাইবে।

(৩) এই ধারার অধীনে কোন প্রনিয়ম প্রণয়নে, কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিতে পারিবেন যে উহার লঙ্ঘন পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারিবে এরূপ জরিমানায় এবং ঐ লঙ্ঘন অবিরামী লঙ্ঘন হইলে, ঐ লঙ্ঘন চলিতে থাকাকালে, প্রথম দিনের পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য আরও কুড়ি টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারিবে এরূপ জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবে।

নিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা।

৬। কেন্দ্রীয় সরকার—

(ক) যে পরিসরে বা জাহাজে প্রক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হয় তাহা পরিদর্শন ; এবং

(খ) যে প্রণালীতে পরিদর্শকগণ এই আইন দ্বারা তাঁহাদের উপর অর্পিত ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন তাহা—

নিয়ন্ত্রণ করিতে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

প্রনিয়মাবলী ও নিয়মাবলী সম্পর্কিত সাধারণ বিধান।

৭। (১) প্রনিয়মাবলী ও নিয়মাবলী প্রণয়নের নিমিত্ত ৫ ও ৬ ধারা দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা ঐ প্রনিয়মাবলী ও নিয়মাবলী পূর্ব প্রকাশনার পর প্রণীত হইবার শর্তসাপেক্ষ হইবে।

(২) প্রনিয়মাবলী ও নিয়মাবলী সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

আইন ও প্রনিয়মাবলীর সংক্ষিপ্তসার দৃষ্টিআকর্ষকভাবে লাগাইতে হইবে।

৮। এই আইন ও তাহার অধীনে প্রণীত প্রনিয়মাবলীর দ্বারা যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সংক্ষিপ্তসার প্রক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হয় এরূপ প্রত্যেক ডক, জাহাজঘাটা, জেটি বা অনুরূপ পরিসরের প্রধান প্রবেশদ্বারের নিকটে কোন দৃষ্টি আকর্ষক স্থানে ইংরাজিতে ও শ্রমিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষায় লাগাইতে হইবে।

দণ্ড।

৯। কোনও ব্যক্তি যিনি—

(ক) কোন পরিদর্শককে ৪ ধারা অনুযায়ী কোন ক্ষমতার ব্যবহারে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা দিবেন অথবা এই

আইনের অধীনে প্রণীত প্রনিয়মাবলী অনুসারে রক্ষিত কোন রেজিস্টার বা অন্য দলিল অথবা প্রক্রিয়াসমূহের জন্য ব্যবহৃত আটকানো বা আলগা কোন সাজ-সরঞ্জাম পরিদর্শক চাহিবামাত্র উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইবেন অথবা কাহাকেও পরিদর্শকের সমক্ষে উপস্থিত হইতে বা তাঁহার দ্বারা পরীক্ষিত হইতে প্রতিরুদ্ধ করিবেন বা করিবার চেষ্টা করিবেন অথবা ঐরূপ উদ্দেশ্যে লুকাইয়া রাখিবেন ; অথবা

(খ) এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রনিয়মাবলীর দ্বারা বা অনুযায়ী ব্যবস্থার জন্য অনুজ্ঞাত কোন বেড়া, জাহাজে যাতায়াতের পথ, সাজ-সরঞ্জাম, মই, জীবন-রক্ষাকারক উপকরণ বা সরঞ্জাম, আলো, চিহ্ন, জেটিস্থ অবতরণমঞ্চ বা অন্য কোন বস্তু যথাযথভাবে প্রাধিকৃত না হইয়া বা বিনা প্রয়োজনে অপসারণ করিবেন ; অথবা

(গ) ঐরূপ কোন বেড়া, জাহাজে যাতায়াতের পথ, সাজ-সরঞ্জাম, মই, জীবনরক্ষাকারক উপকরণ বা সরঞ্জাম, আলো, চিহ্ন, জেটিস্থ অবতরণমঞ্চ বা অন্য কোন বস্তু প্রয়োজনবশতঃ অপসারণ করিয়া, যে সময়ের জন্য উহার অপসারণ প্রয়োজন হইয়াছিল তাহার শেষে পুনঃস্থাপন না করিবেন ;

তিনি পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারিবে এরূপ জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবেন।

ক্ষেত্রাধিকার সম্পর্কিত বিধানাবলী।

১০। (১) প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নিম্নতর কোন আদালত এই আইনের বা তদধীনে প্রণীত প্রনিয়মাবলীর অধীন কোন অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন না।

(২) এই আইনের বা তদধীনে প্রণীত প্রনিয়মাবলীর অধীন কোন অপরাধের জন্য কোনও অভিযুক্তি কোন পরিদর্শকের দ্বারা বা তাঁহার পূর্বমঞ্জুরী ব্যতিরেকে দায়ের করা চলিবে না।

(৩) কোনও আদালত এই আইনের বা তদধীনে প্রণীত প্রনিয়মাবলীর অধীন কোন অপরাধ যে তারিখে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া অভিকথিত হয় তাহার ছয় মাসের মধ্যে সেই সম্পর্কে নালিশ দায়ের করা না হইলে, তাহা প্রগ্রহণ করিবেন না।

অব্যাহতি দানের ক্ষমতা।

১১। কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ শর্ত কোন থাকিলে সেই শর্তে, এই আইনের বা তদধীনে প্রণীত প্রনিয়মাবলীর সকল বা যেকোন বিধান হইতে,—

(ক) যেখানে প্রক্রিয়াসমূহ কেবল মাঝে মাঝে সম্পন্ন হয় বা যেখানে জাহাজ চলাচল সীমিত ও কেবল ছোট ছোট জাহাজ চলাচল করে, এরূপ কোন বন্দর বা জায়গা, ডক, জাহাজঘাটা, জেটি বা অনুরূপ পরিসরকে, অথবা

(খ) বিনির্দিষ্ট কোন জাহাজ বা কোন শ্রেণীর জাহাজকে অব্যাহতি দিতে পারিবেন।

এই আইন অনুযায়ী কর্মরত ব্যক্তিগণের সংরক্ষণ।

১২। এই আইন অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে কৃত বা করিবার জন্য অভিপ্রেত কোন কার্যের জন্য কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা, অভিযুক্তি বা অন্য বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না।

———